দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের গাভর্নিং বডির সভাপতি হলেন তনু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের গাভর্নিং বডির সভাপতি হলেন রফিকুল হাসান তনু।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্বাক্ষরিত এক পত্রে সভাপতির অনুমোদন দেওয়া হয়।

জানাযায়, বৈষম্য ছাত্র জনতা আন্দোলনের তোপের মুখে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সব কলেজের গভর্নিং কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।পরে দামুড়হুদা উপজেলার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের সভাপতি পদে দামুড়হুদা থানা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনুর নাম প্রস্তাব করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর পাঠানো হয়। যাচাই-বাছাই শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়।

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং কমিটির সভাপতি রফিকুল হাসান তনু হওয়ায় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সরাসরি এবং ফেসবুকের মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ সড়ক চাই দিবস উপলক্ষে র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘ছাত্রজনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টায় নিসচার চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আয়োজনে এই দিবসটি পালনসহ র্যালি ও সমাবেশ করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে র্যালি শেষ করা হয়। ওই সময় চুয়াডাঙ্গা নিসচার দিবসটি সফল করতে র্যালিতে অংশনেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। এরপর এই দিবসের র্যালি শেষ করে সংগঠনটির সভাপতি এ্যাড. মানিক আকবরের সভাপতিত্বে সমাবেশ সভা করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, সড়ক যেন হয় শান্তির, মৃত্যুর নয়। তাই সকলকে সড়কের নিয়ম মেনে চলাচল করতে হবে। সড়কের চলাচলের মোবাইল ফোনে কথা বলা যাবে না। এতে দূর্ঘটনার ঝুকি থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালক, অবৈধ যানবাহন সড়ক নিরাপত্তার যে ঝুঁকি তৈরি করে, সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক তা উপলব্ধি করে এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশা পূরণ অনেকটাই সহজ হবে। প্রায় তিন দশক আগে এই দিনে বান্দরবানে শুটিংয়ে থাকা স্বামী ইলিয়াস কাঞ্চনের কাছে যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের অদূরে চন্দনাইশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন জাহানারা কাঞ্চন। সেই থেকে নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন করে আসছেন চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। ‘পথ যেন হয় শান্তির, মৃত্যুর নয়’ এই স্লোগান নিয়ে গড়ে তোলেন সামাজিক সংগঠন-নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সাল থেকে দেশে দিবসটি জাতীয় ভাবে পালন হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচার) সাধারন সম্পাদক জাকির হোসেন, সহ-সভাপতি কানিজ সুলতানা, সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, জামান আখতার, শামিম আহমেদ বিপ্লব, সমাজকল্যান ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মামুন মোল্লা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তানজিলা মিনি, দপ্তর সম্পাদক শেখ লিটন, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, বিজন, মাজেদুল, ওবাইদুল ইসলাম তুহিন সহ অন্যান্যরা।

দর্শনায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগের নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গনজামায়েত অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা রেলবাজার শাহারিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ থেকে এ গনজামায়েত ও মিছিলটি বের হয়।

এ মিছিলে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিটদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে বিপ্লবি ছাত্র-জনতার উদ্দ্যগে গন জামায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়।

মিছিলটি দর্শনার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এক পথ সভায় বক্তরা বলেন, অবিলম্বে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। বর্তমান সরকারের সময় ফ্যাসিবাদী সরকারের দোসর ও ছাত্রলীগ বিভিন্ন অপতৎপরতা চালানো চেষ্টা করছে।আমরা ছাত্র জনতা সজাগ থেকে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবো। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থেকে দেশ বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রজনতাকে সজাগ থাকার আহব্বান জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা জামায়েতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনের সমন্বয়ক রিফাত রহমান, তানভীর অনিক। আর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থী নাঈম ফেরদৌস।

দর্শনা কেরুজে ২ কোটি টাকার মালামাল ক্রয়ে স্বৈরশাসক কর্মকর্তাদের সখ্যতার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরুজ চিনিকল কমপ্লেক্স। এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মকর্তরা কেরু চিনিকলে আসার জন্য লবিং করে থাকে। সেই সুবাদে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক কারখানার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে উপর মহলের নির্দেশে কেরু চিনিকলে আসে। দীর্ঘ ৪ বছর চাকুরীর বয়স হলেও নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের সাথে গড়ে তুলেছেন গভীর সখ্যতা। হঠাৎ করে কি কারনে এ গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলো তা নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনা ঝড়।

এ বিষয়ে সরজমিনে গেলে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ফ্যাক্টারীতে বিভিন্ন কাজের জন্য বছরে প্রায় কোটি টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে কিছু কর্মকর্তা একই জায়গায় দীর্ঘদিন চাকুরী করার সুবাদে ফ্যাক্টারীর মালামাল সাপলাই দেয়া ঠিকাদারের সাথে গড়ে তুলেছেন সখ্যতা। এতে চিনিকলের ক্ষতি হলেও ব্যাক্তিগত ভাবে লাভবান হয়ে থাকেন দেখভাল করা কর্মকর্তারা। দুর্নীতি করা কর্তাকর্তাদের তালিকায় যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন মহাব্যবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার সাহা, মেক্যানিকেল ইঞ্জিনিয়ার ইসমাইল হোসেন, ডিজিএম তড়িৎ প্রবীরচন্দ্র সাহা, প্রকৌশলী মাসুম বিল্লাহ, সহকারী ব্যবস্থপক যান্ত্রীক কৌশল নাজমুল হাসান ও ডিজিএম উৎপাদন জাহিদুল হক টুটুলের ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক নৃরুল হাসানের নাম। বেতনের পাশাপাশি অনৈতিক সুবিধা থাকায় ঘুরেফিরে এসব কর্মকর্তারা এ চিনিকলটিকেই বেঁচে নিয়েছেন। ফলে পতন হওয়া স্বৈরশাসকের সুপারিশ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বৈরশাসকের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে সুকৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, দেশের চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর্শনা কেরুজ চিনিকল এশিয়া মহাদেশের ভিতরে দ্বীতীয় অন্যান্য চিনি কলের শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাস শেষে বেতন পাওয়া অনিশ্চয়তা থাকলেও দর্শনা কেরুজ চিনকলে মাসের এক তারিখ আসার আগেই বেতনসহ সকল সুযোগ সুবিধা ব্যাংক একাউন্টে ঢুকে যায়। বেতনের

চেন্জ করা লাগে।ঠিক তেমনি এসব কর্মকর্তরা দীর্ঘদিন ধরে আছে তাদের কে চেন্জ করলে কিছুটা দুর্নীতি কমবে বলে তিনি জানান। এখন সুরপাল্টে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরিচালিত করছেন বলে গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে। ঢাকা সদর দপ্তরকে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে ফ্যাক্টারীতে চাকুরীরত স্বৈরশাসকের দোষর এসব কর্মকর্তার দ্রুত বদলির দাবি তুলেছে বিপ্লবি জনতা।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন,বিষয়টি সদর দপ্তর দেখেবেন,আমি নতুন এসেছি বিষয়গুলো আমি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিব।

চুয়াডাঙ্গাতে কুয়াশায় শীতের আগমনী বার্তা

প্রকৃতিতে শুরু হয়েছে ঋতু পরিবর্তন। শরতের পর হেমন্ত নেমে আসছে, কার্তিক মাস চলছে। সামনে শীত আসলেও এখন প্রকৃতি ঘোষণা করছে শীতের আগমন। প্রকৃতিতে ইতিমধ্যেই বইতে শুরু করেছে মৃদু শীতের ছোঁয়া। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের মতো লাগছে।

চুয়াডাঙ্গায় সারাদিন গরম থাকলেও গভীর রাত থেকে শুরু হয়েছে হালকা কুয়াশা। শীতকে ঘিরে বিভিন্ন পিঠাপুলির দোকান জমজমাট। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হেমন্তের পর অগ্রহায়ণ পার হলেই শীত আসবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শীতের শুরুতেই শীতের আগাম সতর্কতা পাওয়া যাচ্ছে।

আজ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, কুয়াশার কারণে প্রকৃতিতে এক অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ প্রচণ্ড গরমের পর কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ পেয়ে উচ্ছ্বসিত চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দারা।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, যত দিন যাচ্ছে

তাপমাত্রা ততই কমছে। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কুয়াশার মাত্রাও বাড়ছে। সম্প্রতি রেকর্ড করা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.5 ডিগ্রি
সেলসিয়াস।

গ্রামীণ বাঙালির জীবনে হেমন্ত মানেই নবান্ন উৎসবের মেজাজ। হেমন্ত এলে এ জনপদের মানুষের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করে। হেমন্তের আগমনে, সকালবেলা গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ভেজা শিশির কণা। হেমন্তের আগমনে ক্ষেতে সোনালী ধান ওঠে। পাকা ধানের গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। আর কয়েকদিন পর কৃষকের ঘরে ধানের সোনালি চারা ফুটে উঠবে এবং বাংলার গৃহিণীরা এই নতুন ধান থেকে বাঙালি পিঠা-পুলি তৈরি করবে।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসজুড়ে বাংলাদেশে হেমন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শরতের ফুল মাটিতে পড়ার পরপরই বাংলার বৈচিত্র্যে হেমন্তের আবির্ভাব ঘটে। বসন্তের মতো এর নিজস্ব কোনো রঙের গন্ধ বা মর্যাদা নেই। হেমন্ত মৌন শান্ত এবং অন্তর্মুখী। হেমন্তে প্রস্ফুটিত শিউলি, কামিনী, গন্ধরাজ, মল্লিকা, দেবকাঞ্চন, হিমঝুরি, রাজ অশোক প্রভৃতি ফুলের সুবাস বাঙালির জীবনে নতুন মেজাজ জাগায়। সকালের শিশির-ভেজা ঘাসে ফসলের সোনালী সাগর আর মুক্ত শস্যের ছড়াছড়ি প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ করে তোলে। হেমন্তের সকালে শিউলির সুবাস বাঙালির প্রাণে নিয়ে আসে উৎসবের আমেজ।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই গভীর রাতে কুয়াশা এবং ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঠান্ডা বাতাস বেড়েছে।

অনুভূতি যাইহোক, কুয়াশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না. সূর্য উঠার সাথে সাথে কুয়াশা মুছে যায়। দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর এলাকার আব্দুল কাদের, নিয়মিত ফজরের নামাজ পড়তে বের হন। সকালে বেড়াতে এসে তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরে সকালে প্রচুর কুয়াশা পড়েছে। এমনকি দিনের বেলা সূর্যের তাপমাত্রাও কমেছে। বোঝা যাচ্ছে শীত আসছে।

এদিকে প্রকৃতিতে শীতল হাওয়া বইলেও তীব্র তাপদাহ দেখা গেছে এলাকার সবজি বাজারে। কিন্তু বাজারে মৌসুমি সবজির আগমনে এই গরম বেড়েছে। দামুড়হুদা বাজার, জয়রামপুর বাজার, ডুগডুগী বাজার ও কার্পাসডাঙ্গা কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা যায় ধনে, শিম। বাজারে আসছে

বাঁধাকপি, মুলা, ফুলকপি, পালং শাক, গাজর, টমেটোসহ নানা ধরনের মৌসুমি সবজি। কিন্তু সরবরাহ কম থাকায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এসব সবজি।

ফলে দিন ছাড়া রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রচুর হিমশীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠান্ডা অনুভূত হয়। কুয়াশাও বাড়ছে। মধ্যরাত থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে। সম্প্রতি জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 23.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইন থেকে গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইনের পাশ থেকে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, সিলাকে তাঁর স্বামী হত্যা করেছে।

আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সন্নিকট এলাকা থেকে গৃহবধূ সিলা খাতুনের মরহেদ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সিলা খাতুন (২৪) সে জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের হার্ডওয়ার্ক ব্যবসায়ী রাসেল হোসেনের স্ত্রী ও একই উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে।

ঘটনার পর থেকে স্বামী রাসেল ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছে। তবে নিহত সিলার পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করেছেন রাসেল ও তার পরিবারের লোকজন ।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছয় বছর আগে রাসেল ও সিলার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই রাসেল মাদক সেবন করতো। এনিয়ে সিলা প্রতিবাদ করলে

তাকে মারধর করতেন। বিভিন্ন সময় পরিবারের কাছে টাকা দাবি করতেন। টাকা না দিলে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন রাসেল। গতকাল রোববার দুপুরে ১৫০ টাকা চুরির অভিযোগ তুলে সিলাকে মারধর করে রাসেল। ওই দিন রাত ১২ টার সিলা নিখোঁজ বলে রাসেল তার শ্বশুর পরিবারকে ফোনে জানান। রাতভর সিলার পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করে। পরে আজ সোমবার সকালে মুন্সিগঞ্জ এলাকার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন থেকে তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের ভাই সাহেব আলী জানান, গতকাল রোববার দুপুরে সিলাকে মারপিট করে রাসেল। রাতে মোবাইলে জানান বোন বাড়ি থেকে চলে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে মুন্সিগঞ্জ রেললাইনের পাশ থেকে বোনের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, তার বোনকে রাসেল পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে রেললাইনের পাশে ফেলে রেখে গেছে।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) জহির হোসেন বলেন, লাশের মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের কাটার চিহ্ন রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটি হত্যা। তদন্তের প্রয়োজনে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাসপাড়া গ্রামের সেলিম হোসেন (২৮) নামের যুবকের মৃত্যু হয়। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ছয়টাই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের খাসপাড়া গ্রামের মৃত. মনির উদ্দিনের ছেলে। নিহত সেলিম হোসেন দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

নিহতের স্বজনেরা বলেন, রাতে সাপে কামড়ানোর পরই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয় সেলিমকে। হাসপাতালে সরকারিভাবে সাপের বিষের প্রতিষেধক (অ্যান্টিভেনম) সাপ্লাই ছিল না। বাইরে থেকে অ্যান্টিভেনম কেনার পরামর্শ দেয়া হয়। অত্যান্ত দারিদ্র পরিবার তারা। সঙ্গে করে মাত্র সাত হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল। আর এক ডোজ অ্যান্টিভেনমের (১০ পিচ) মূল্য ১৪ হাজার টাকা। ফার্মেসি দোকানদার বাকি দিতে না চাওয়ায় ভাড়া করা মাইক্রোবাসের চাবি বন্ধক রাখা হয়। এরপরই এক ডোজ অ্যান্টিভেনম আমাদের দেন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে আসার প্রায় এক ঘন্টা পর অ্যান্টিভেনম তার শরীরে পুশ করা হয়। এরপরও সেলিমকে বাচানো গেল না। যদি হাসপাতালে কিংবা ফার্মেসি থেকে তাৎক্ষনিকভাবে পাওয়া যেত তাহলে হয়তো সেলিমকে বাচানো সম্ভব হতো।

তিনি আরও বলেন, গতকাল রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। রাতে যে কোন সময় একটি বিষধর সাপ সেলিমের গলায় পেচিয়ে ধরে গলাতেই কামড় দেয়। এরপরই রাত ২টার দিকে সেলিমকে উদ্ধার করে মাইক্রোবাস ভাড়া করে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেলিমের দুটি ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। তার মা অন্যের বাড়িতে কর্ম করেন। সেলিমও দিনমজুর ছিলেন। তার মৃত্যুতে একটি পরিবারের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে নিজ গ্রামে দাফন সম্পন্ন হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোরশেদ আলম বলেন, সাপের কামড়ে রাতে একজন যুবক সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। অ্যান্টিভেনম পুশ করা হয়েছিল। পরে ভোর ৬টার দিকে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান বলেন, প্রায় মাস খানেকের বেশি দিন যাবত হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সাপ্লাই নেই। বেশ কয়েকবার ঢাকাতে যোগাযোগ করেছি। এখনো অ্যান্টিভেনম দেয়নি।

দর্শনা ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে সার ও কীটনাশক সংকটে কৃষকরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে টিএসপি সার ও বীজ, মাটিশোধন, কীটনাশক চরম সংকট, সার না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে এলাকার কৃষকরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে কেরু সার গোডাউন এলাকায় সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা।

এ বিষয়ে আখচাষী জিরাট গ্রামের মহাসিন আলী ২ একরসহ ও অন্যান্য গ্রামের কৃষক উজলপুরের রেজাউল ও বাদশা মিয়া ১ একর,আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ২ একর ও একই গ্রামের গোলাম আলী ১ একর ,দক্ষিনচাদপুর গ্রামের বকুল হোসেন ৩ একর,দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম ১ একর আখ লাগাবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

এছাড়া এ সব কৃষকরা জানান একটু সুষ্ক মৌসুম পেলেই আমরা জমি প্রস্তুত করে রেখেছি। কিন্তু কেরু এ্যান্ড কোম্পানীতে সার নিতে এসে সার পাচ্ছি না। আমরা সার না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা আখচাষীরা ইক্ষু রোপন উপযুক্ত সময় হারিয়ে ফেলছি। ফলে একদিকে ব্যায় বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে মাঠের কাজ আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। এই কারনে একদিকে আমাদের ব্যায়ভার বাড়ছে। অন্যদিকে ইক্ষু রোপনের আগ্রহ পাচ্ছিনা এবং আখ লাগাতে মন চাচ্ছে না।

আখচাষীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, প্রতিটা সারের বস্তায় ১কেজি ২ কেজি সার কম দিচ্ছে। ২০২১-২২ সালের পর থেকে আখ চাষ প্রায় ৫ গুন কমে গেছে। পাঁচটি কারণে আখ চাষ কমে যাচ্ছে। সময় মতো মিল থেকে চাষিদের মধ্যে সার বীজ সরবরাহ না করা, মিলে সিডিএ সংকট, বর্তমান বাজার দরের চেয়ে আখের মূল্য কম, উন্নত জাতের আখ না দিয়ে পুরাতন একই জাতের আখ সরবরাহ করা, অন্যদিকে ধান, পাট, ভুট্টার ভালো দাম

বিষটি আমরা দেখছি। সার চাহিদার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যে কোন মুর্হতে সার লে আসবে।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, টি এসপিসারের চাহিদা ডিডি করেছি। খুলনা থেকে জানালে আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিবো। তিনি আরও বলেন, বীজ ও মাটিশোধন কীটনাশক চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সরবারহ করে। আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পৌছে যাবে।

দামুড়হুদার গোবিন্দপুর মাঠ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা গোবিন্দপুর মাঠ থেকে মান্নান নামের একজন যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ লাশ উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। নিহত আব্দুল মান্নান (৪০) গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত হিরাজ মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত হিরাজ মন্ডলের ছেলে আব্দুল মান্নান পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে গোবিন্দপুর মাঠে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে মাঠে কৃষি কাজ করতে গিয়ে একজন কৃষক মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে দামুড়হুদা মডেল থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় গতকাল রবিবার সকাল ৭টার সময় বাসা থেকে বের হয়। নিহত আব্দুল মান্নান দর্শনা ভাই ভাই গার্মেন্টসের কর্মচারী ছিলেন তিনি। রাতে আর বাসায় ফিরে আসেনি অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাইনি। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে লোক মারফত সংবাদ পাই সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ হুমায়ূন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কারো কোন

অভিযোগ নেই। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এবিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা রজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় অবৈধ বাঁধ ম্যাজিক জাল অপসারণ ও পুড়িয়ে বিনষ্ট

দামুড়হুদা উপজেলায় মোবাইল কোটের মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধ বাঁধ ও ম্যজিক জাল অপসারণ করা হয়েছে। দামুড়হুদা সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১০ টি বাঁধ ও ৭২ টি ম্যাজিক জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর রঘুনাথপুর সুবুলপুর গোবিন্দপুর গলায়দড়ি, জিরাটসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করে মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান। মোবাইল কোর্ট অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, উপজেলা ভুমি অফিসের সহকারি আরিফ উদ্দীন,দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই অপরুপ,কনস্টেবল আসাদ।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান অভিযান শেষে সাংবাদিকদের জানান,আপনারা জানেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী যার নাম মাথাভাঙ্গা। এই মাথাভাঙ্গা নদীতে কিছু অসাধু ব্যক্তি বাঁশের আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে রাখছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয় সেখানে চায়না ম্যাজিক জাল ও বাঁধ অপসারণ করা হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরবর্তীতে এই কর্মকান্ডের সাথে কেউ জড়িত থাকলে কঠোরভাবে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।